তারিখ 24 JUL 1996
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৭

দৈনিক ইত্তেফাক

৪

সেটকোডের কারণে স্থগিত ফলাফল এক সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হইবে

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ শুধুমাত্র সেট কোডজনিত কারণে ঢাকা বোর্ডের ১৯৯৬ সালের এস এস সি. পরীক্ষায় যাহাদের ফলাফল প্রকাশ হয় নাই আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তাহাদের ফলাফল প্রকাশ করা হইবে। গতকাল (মঙ্গলবার) ধানমণ্ডিস্থ কেন্দ্রীয় কম্পিউটার কেন্দ্রে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা বোর্ডের

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

সেটকোডের কারণে

(১ম পৃঃ পর)

চেয়ারম্যান প্রফেসর ময়েজউদ্দিন আহমেদ এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। সেড কোড জনিত কারণে ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় একটি সভায় একজন মেধাবী ছাত্রীর কান্নাজড়িত মুখের ছবিসহ এতদসংক্রান্ত রিপোর্ট ইত্তেফাক সহ বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথাশীঘ্রসম্ভব পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। ইহার প্রেক্ষিতে ঢাকা বোর্ড গতকাল এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। বোর্ডের পক্ষ হইতে বলা হয়, সেট কোডজনিত কারণে হাজার হাজার পরীক্ষার্থীর ফলাফল প্রকাশিত হয় নাই অনেকেই এই অভিযোগ করিতেছেন। প্রকৃত তথ্য হইতেছে : শুধুমাত্র সেট কোডের কারণে একটি বিষয়ে নম্বর না পাওয়ায় মাত্র ৯০৮ জনের ফলাফল প্রকাশ করা যায় নাই। তবে ইহার বাহিরে আরও ১ হাজার ৮৭৭ জন সেট কোড সমস্যায় আক্রান্ত। তাহারা যেহেতু একাধিক বিষয়ে ফেল করিয়াছে তাই তাহাদের ব্যাপারে নূতন করিয়া কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া হইবে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, সেট কোড সমস্যা তলাইয়া দেখার পর যদি ৯০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীই নির্ধারিত বিষয়টিতে পাস নম্বর পায় তাহা হইলে একাধিক বিষয়ে ষ্টার মার্কসহ ৪২ জন প্রথম বিভাগে, ৩৪২ জন ষ্টার ছাড়া প্রথম বিভাগে, ৫১০ জন দ্বিতীয় বিভাগে এবং ১৪ জন তৃতীয় বিভাগে পাস করিবে। ২/১ জনের মেধাস্থান অধিকার করার সম্ভাবনাকেও খাটো করিয়া দেখা যায় না। সাংবাদিক সম্মেলনে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, খাতায় সেট কোড উল্লেখ না করা মানেই একটি বড় ভুল করা। তবে এই ব্যাপারে পরীক্ষা কেন্দ্রের নির্ধারিত পরিদর্শকগণও দায়িত্ব এড়াইয়া যাইতে পারেন না। কারণ পরীক্ষা শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা খাতায় সেট কোড উল্লেখ করিয়াছে কিনা তাহা যাচাই করিয়া দেখা একজন পরিদর্শকের অন্যতম দায়িত্ব। তিনি বলেন, এই ব্যাপারে দোষী পরিদর্শকদের শনাক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। তাহাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হইবে। ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান বলেন, ৯০৮ জন ছাত্র-ছাত্রীর সেট কোড সমস্যা কি প্রক্রিয়ায় দূর করা যাইতে পারে তাহা এখনও নির্ধারণ করা হয় নাই। তবে আশা করা যায় আগামী ১ সপ্তাহের মধ্যে বিষয়টি সমাধা করা যাইবে।

ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আবদুল জলীল, বোর্ডের সচিব আমানুল্লাহ, মূল্যায়ন কর্মকর্তা আবুল খায়ের খান চৌধুরী, কম্পিউটার কেন্দ্রের সিষ্টেম এনালিষ্ট কাজী বজলুর রশিদ প্রমুখ এই সময় উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে এসএসসি পরীক্ষার ফল বিপর্যয় প্রতিকার অভিভাবক সমন্বয় কমিটি গতকাল (মঙ্গলবার) জাতীয় প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে আগামীকালের (বৃহস্পতিবার) মধ্যে সেট কোড জটিলতায় ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের সমস্যার সুরাহা করার জন্য প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করিয়াছে। অন্যথায় অভিভাবকরা ২৬শে জুলাই প্রেস ক্লাবের সম্মুখ হইতে আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করিবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে সেটকোড সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত নির্দেশের জন্য অভিভাবকদের পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া বলা হয়, তিনি হস্তক্ষেপ করিলে আগামীকালের মধ্যে সরকারী নির্দেশ ঘোষিত হইবে। সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন : অভিভাবক সমন্বয় কমিটির আহ্বায়ক হামিদউদ্দিন আহমেদ। বক্তব্যে বলা হয়, সেটকোড জটিলতায় যে দুর্ভাগ্যজনক ফলাফল হইয়াছে উহার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের গাফিলতি ও অপরিণামদর্শিতাই দায়ী। সেটকোড জনিত সমস্যা সমাধানকল্পে এই সাংবাদিক সম্মেলনে একটি সুপারিশমালা উপস্থাপন করা হয়। এইগুলি হইতেছে : সেটকোড ভুলের কারণে যে সকল উত্তরপত্র কম্পিউটার মূল্যায়ণ করে নাই তাহা সরাসরি পরীক্ষক নিয়োগ করিয়া প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ অথবা বোর্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী অন্যান্য নৈর্ব্যক্তিক বিষয়ে প্রাপ্ত গড় নম্বরের ভিত্তিতে ফল প্রকাশ। সম্মেলনে বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপিকা হুসনা আখতার সেটকোড সংক্রান্ত বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর সহিত তাহার আলোচনার বিবরণদানকালে বলেন, ভবিষ্যতে আমার মত কোন মাকে যেন সন্তানের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে না হয়। অভিভাবকদের মধ্যে এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার আমির হোসেন, ডঃ আলী আজম, প্রমুখ। সাংবাদিক সম্মেলনে ইত্তেফাকে প্রকাশিত রশীদ তালুকদারের তোলা জনৈকা ছাত্রীর কান্নার ছবিটি স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়।